খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬
(২০১৬ সনের------নং আইন)
[তারিখ ----------]

The Khulna Development Authority Ordinance, 1961, রহিতক্রমে সংশোধনীসহ উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন।

এবং যেহেতু, খুলনা শহর ও তৎসংলগ্ন কতিপয় এলাকার উন্নয়ন, সংস্কার ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে পরিকল্পিত নগরায়নের জন্য সংকীর্ণ এলাকার উম্মুক্তকরণ, নতুন বা বিকল্প সড়ক নির্মাণ, নির্মল পরিবেশ বা চিত্ত বিনোদনের নিমিত্তে উম্মুক্ত স্থান সৃষ্টি, ভবন অপসারণ বা ভবন নির্মাণ এবং এই উদ্দেশ্যে ভূমি অধিগ্রহণ ও ভূমির ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের পূনর্বাসন এবং অতঃপর অন্যভাবে উদ্ভূত বিষয়াদি নিস্পত্তির লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করা সমীচীন;

এবং যেহেতু, খুলনা শহর ও তৎসংলগ্ন কতিপয় এলাকার উন্নয়ন, সংস্কার ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে পরিকল্পিত নগরায়ন এবং এতদুদ্দেশ্যে ১৯৬১ সালে The Khulna Development Authority Ordinance,1961 (Ordinance NO-II of 1961) এর মাধ্যমে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠিত হওয়ায় বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকান্ড সুষ্ঠু নগরায়নের জন্য প্রণীত মহাপরিকল্পনার সহিত সমন্বিত করার নিমিত্তে ১৯৬৩, ১৯৬৪, ১৯৬৬, ১৯৭৬ ও ১৯৮১ সালে বিভিন্ন সংশোধনীর মাধ্যমে সফলতার সাথে কার্যক্রম পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। বর্তমানে স্বাধীনতা উত্তরকালে স্বাধীন সত্ত্বা দেশ হিসাবে যুগোপযোগী একটি পূর্ণাংগ আইন প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

এবং যেহেতু, সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য ও উদ্দেশ্যাবলি পূরণকল্পে ইহাকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা সমীচীন এবং প্রয়োজনীয় ;

এবং যেহেতু, The Khulna Development Authority Ordinance, 1961 (Ordinance NO-II of 1961) রহিতক্রমে সংশোধনীসহ উহা পুনঃপ্রণয়নের মাধ্যমে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন পুনর্গঠন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

**সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল :-**

## প্রথম অধ্যায়

### প্রারম্ভিক

**১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।**- (১) এই আইন খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।
(ক) ইহার পরিধি হইবে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত ৮২৪.৭৬ বর্গকিলোমিটার এলাকা।
(খ) সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক যে এলাকাসমূহকে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাভূক্ত করিবে উক্ত এলাকায় ইহার সীমা বিস্তৃত হইবে।
(গ) সরকারি গেজেট প্রকাশের তারিখ হইতে এই আইন কার্যকর হইবে।
২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-
(ক) "সরকার" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে বুঝাইবে;
(খ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ ধারা ৩ এর উপধারা (১) অধীনে প্রতিষ্ঠিত খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ;
(গ) "চেয়ারম্যান" অর্থ সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান;
(ঘ) "সদস্য" অর্থ কর্তৃপক্ষের বোর্ড সদস্য;
(ঙ) "নিয়ন্ত্রিত এলাকা" অর্থ ধারা ২২ এ ঘোষিত নিয়ন্ত্রিত এলাকা;
(চ) "ভূমি" বুঝাইতে কৃষি, অকৃষি, বা বছরের যে কোন সময় পানিতে নিমজ্জিত ভূমি বুঝাইবে এবং ভূমি হইতে উদ্ভুত সকল সুবিধা এবং ভূমি সংযুক্ত বস্তুসমূহ অথবা ভূমি সংলগ্ন কোন কিছুর উপর স্থায়ীভাবে আবদ্ধ বস্তুকে বুঝাইবে;

(ছ) "প্রজ্ঞাপন" অর্থ সরকারি গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন;
(জ) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত অথবা অনুরূপ বিধি বা প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা নির্ধারিত;
(ঝ) "উন্নয়ন প্রকল্প" অর্থ সরকার অনুমোদিত কোন উন্নয়ন প্রকল্প;
(ঞ) "ইমারত" অর্থ The Building Construction Act, 1952 (Act NO.II of 1953) Gi Section 2(b) এ সংজ্ঞায়িত Building;
(ট) "ওয়াটার ওয়ার্কস" অর্থ প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট নয়, কিন্তু মানুষ কর্তৃক তৈরি কোন হ্রদ, জলপ্রবাহ, ঝর্ণা, কূপ, পাম্প, সংরক্ষিত-জলাধার, পুকুর, নালা, জলকপাট, পাইপ, কালভার্ট এবং পানি সরবরাহ, বিতরণ বা ব্যবহারের জন্য ব্যবহৃত অন্যান্য সরঞ্জামাদিও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;
(ঠ) "গণস্থান" অর্থ কোন ভবন, আঙ্গিণা বা স্থান যেখানে সাধারণ জনগণের প্রবেশাধিকার রহিয়াছে;
(ড) "তহবিল" অর্থ ধারা ৪০ এর অধীনে গঠিত কর্তৃপক্ষের তহবিল;
(ঢ) "দখলদার" অর্থ সম্পত্তি দখল করিয়া আছে এমন অধিকারী, সাময়িকভাবে ভূমি বা ইমারত বা উহার কোন অংশের জন্য উহার মালিককে ভাড়া প্রদান করেন বা তাহা প্রদানের জন্য দায়ি থাকেন এমন ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত হইবেন;
(ণ) "নর্দমা" অর্থ ভূ-নিম্নস্থ নর্দমা, সড়ক বা বাড়িঘরের নর্দমা, পয়ঃনালী, সুড়ঙ্গ, কালভার্ট, পরিখা, নালা, খাল, প্রণালী, খানা, এবং বৃষ্টির পানি ও নোংরা পানি বহনের জন্য অন্য যে কোন প্রকার ব্যবস্থাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
(ত) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত প্রবিধান;
(থ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি;
(দ) "সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫২(১) এ সংজ্ঞায়িত কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ;
(ধ) "কর্তৃপক্ষের সচিব" অর্থ কর্তৃপক্ষের সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সরকার কর্তৃক প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি।
(ন) "অথরাইজড অফিসার" অর্থ এই আইনের অধীনে দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য সরকার কর্তৃক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে The Building Construction Act,1952 (East Bengal Act No.II of 1953) অনুযায়ী নিয়োগকৃত অথরাইজড অফিসার;
(প) "পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদ" অর্থ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার মধ্যে অবস্থিত পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ।

## দ্বিতীয় অধ্যায়
## কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি

**৩। কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা।**- (১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নামে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইবে।
(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে, উহা সম্পত্তি অর্জন ও অধিকারে রাখিতে পারিবে, ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা এবং একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং ইহা উক্ত নামে মামলা করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা করা যাইবে।
(৩) কর্তৃপক্ষ তাহার অধীনে ল্যাবরেটরি, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, কর্মকর্তা, কর্মচারী কল্যাণার্থে যে কোন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পৃথক গঠনতন্ত্রের মাধ্যমে পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হইবে। কর্তৃপক্ষই উহার সার্বিক তত্ত্বাবধান করিবে। কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান পদাধিকারবলে এই সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি নিয়োজিত থাকিবেন। তবে প্রয়োজনে তিনি তা অর্পণ বা প্রত্যার্পণের ক্ষমতাও সংরক্ষণ করিবেন।
**৪। কর্তৃপক্ষের কার্যালয়।**- কর্তৃপক্ষ তার আওতাধীন এলাকায় জনসেবা নিশ্চিতকল্পে সুবিধাজনক স্থানে একটি প্রধান কার্যালয় এবং এক বা একাধিক জোনাল অফিসসহ প্রয়োজনে যে কোন উন্নয়ন বা শাখা অফিস স্থাপন করিতে পারিবে, যাহা সময়ের সাথে প্রয়োজন অনুসারে স্থানান্তর, হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারিবে।
**৫। কর্তৃপক্ষ গঠন।**- (১) কর্তৃপক্ষের গঠন নিম্নরূপ হইবে ঃ-
(ক) সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন চেয়ারম্যান।
(খ) সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত ৪(চার) জন সার্বক্ষণিক সদস্য যথা ঃ-
(১) সদস্য (প্রশাসন, অর্থ ও আইন)

(২) সদস্য (এস্টেট ও ভূমি)
(৩) সদস্য (প্রকৌশল, উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন)
(৪) সদস্য (পরিকল্পনা)
(গ) পদাধিকারবলে খুলনা, যশোর এবং বাগেরহাট এর জেলা প্রশাসক;
(ঘ) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন উপসচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা;
(ঙ) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত গণপূর্ত অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি যিনি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর নিচের পদমর্যাদার নহে;
(চ) মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এর মনোনীত একজন স্থায়ী সদস্য প্রতিনিধি-
(ছ) পুলিশ কমিশনার, খুলনা এর প্রতিনিধি (উপ-কমিশনার পদ মর্যাদার নিম্নে নয়)-
(জ) পদাধিকার বলে পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনা;
(ঝ) খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন খুলনা, মংলা ও নওয়াপাড়াস্থ এলাকায় অবস্থিত সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার (প্রতিক্ষেত্রে এক জন করে) ০৩(তিন) জন কর্মকর্তা প্রতিনিধি (৯ম গ্রেডের নিচে নয়)।
(ঞ) এই আইনের আওতাধীন এলাকায় বসবাসরত ব্যক্তিদের মধ্যে হতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ৩জন বিশিষ্ট নাগরিক তন্মধ্যে ১জন পরিকল্পনাবিদ অথবা স্থপতি এবং ১জন মহিলা।
(২) চেয়ারম্যান এবং উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) তে উল্লিখিত সদস্যগণ কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হইবেন এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে সর্বোচ্চ ৩ বৎসর মেয়াদের জন্য প্রেষণে নিযুক্ত হইবেন।
(৩) কোন ব্যক্তি একাধিকক্রমে বা অন্য কোনভাবে ২(দুই) মেয়াদের বেশি সময়ের জন্য চেয়ারম্যান বা সার্বক্ষণিক বা সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য হিসাবে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।
(৪) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন সময়, চেয়ারম্যান বা উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) তে উল্লিখিত কোন সদস্যকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।
(৫) উপ-ধারা (১) এর (ঞ) উপ-ধারার অধীনে নিয়োগকৃত ব্যক্তিগণ অফিস বহির্ভূত (Non official) সদস্য হিসাবে বিবেচিত হইবেন এবং সরকার কর্তৃক যদি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই তাহাদের নিয়োগ বাতিল করা না হয় তাহা হইলে একটানা ৩(তিন) বৎসরের জন্য কার্য পরিচালনা করিবেন ঃ
তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, প্রয়োজনবোধে, যে কোন সময় উক্ত দফা (ঞ) তে উল্লিখিত মনোনীত সদস্যগণকে মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে অব্যহতি প্রদান করিতে পারিবে।
(৬) উপ-ধারা (১) এর দফা (ঞ) তে উল্লিখিত কোন সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।
(৭) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা তাঁহার অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নতুন চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় সক্রিয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে কোন স্থায়ী সদস্য চেয়ারম্যানরূপে দায়িত্ব পালন করিবেন।
৬। **কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী**।- চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং তিনি-
(ক) এই আইন এবং তদধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধান অনুসারে কর্তৃপক্ষের প্রশাসন পরিচালনার জন্য দায়ী থাকিবেন; এবং
(খ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন।
**৭। চেয়ারম্যান ও সদস্যদের পারিশ্রমিক ও চাকুরির শর্তাবলি**। - (১) চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মাসিক বেতন ও ভাতাদি পাইবেন এবং নির্ধারিত চাকুরির নির্ধারিত শর্তাবলি প্রযোজ্য হইবে এবং এই আইন অথবা তদধীনে প্রণীত বিধিমালা মোতাবেক অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন।
(২) প্রত্যেক সদস্য কর্তৃপক্ষের বোর্ড সভায় উপস্থিতির জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে ফি অথবা ভাতা প্রাপ্ত হইবেন। চেয়ারম্যান, সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত সার্বক্ষণিক সদস্য, পদাধিকারবলে সদস্যসহ অস্থায়ী সহযোগী সদস্য সকলেই এর অন্তর্ভূক্ত হইবে।
**৮। চেয়ারম্যান বা সদস্যের পদত্যাগ**।- চেয়ারম্যান অথবা কোন সদস্য যে কোন সময়ে পদত্যাগ করিতে পারিবেন ঃ
তবে শর্ত থাকে যে, ঐ পদত্যাগ সরকার কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর হইবে না।
**৯। অযোগ্যতা ও অপসারণ**।- (১) কোন ব্যক্তি সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না যিনি-

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন;
(খ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বা অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষিত হন;
(গ) নাবালক বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি হন;
(ঘ) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন;
(ঙ) কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ খেলাপি হিসাবে ঘোষিত হন;
(চ) নৈতিক স্খলনজনিত কোন অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইয়া উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অন্যূন ০৬ (ছয়) মাস বা তদুর্ধ্ব মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডিত হন এবং কারাবাস হইতে মুক্তি লাভের পর ০৫(পাঁচ) বৎসর সময় অতিক্রান্ত না হন;
(ছ) কর্তৃপক্ষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন পেশা বা ব্যবসার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত হন।
(২) এই ধারার অধীন অপসারিত কোন ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বা সার্বক্ষণিক সদস্য হিসাবে বা সরকারের বা সরকারি সংস্থার বা কর্তৃপক্ষের অন্য কোন পদে নিয়োজিত বা পুনঃনিয়োজিত হইতে পারিবেন না।
**১০। সাময়িক শূন্য পদ পূরণ।**- যদি চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে ছুটি মঞ্জুর করা হয় অথবা যদি কেহ মৃত্যুবরণ করেন, পদত্যাগ করেন অথবা পদ হইতে অপসারিত হন তাহা হইলে সরকার ক্ষেত্রমতে চেয়ারম্যান অথবা সদস্য পদে অনুপস্থিতকালীন সময়ের জন্য অথবা কার্যকালের অবশিষ্ট সময়ের জন্য নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে।
**১১। কর্তৃপক্ষের সভা।**- (১) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।
(২) চেয়ারম্যান, কর্তৃপক্ষের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠ স্থায়ী সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।
(৩) কর্তৃপক্ষের সভায় কোরামের জন্য এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।
(৪) প্রতি ০৩(তিন) মাসে কর্তৃপক্ষের অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং সভার তারিখ, সময় ও স্থান চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত হইবেঃ
তবে শর্ত থাকে যে, যে কোন সময় জরুরি
সভা আহবান করা যাইবে।
(৫) কর্তৃপক্ষের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতির নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।
(৬) কেবল কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা কর্তৃপক্ষ গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে কর্তৃপক্ষের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন বা আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না।
(৭) প্রত্যেক সভার কার্যবিবরণী স্বাক্ষরিত হইবার অনধিক ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট উহার অনুলিপি প্রেরণ করিতে হইবে।
(৮) সরকার বোর্ড সভার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য একজন পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করিতে পারিবে।
**১২। পরামর্শ ও সহযোগিতা।**- কর্তৃপক্ষ উহার সভার নির্ধারিত আলোচ্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশেষ অবদান রাখিতে সক্ষম বা কর্তৃপক্ষের কার্য সম্পাদনে সহায়তার জন্য, প্রয়োজনে, সদস্য নন অথচ উক্তরূপ কাজে অভিজ্ঞ এইরূপ কোন ব্যক্তি, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের পরামর্শ বা সহযাগিতা গ্রহণ করিতে পারিবে। তবে তিনি কোন ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন না
(২) যে কোন উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের সহিত সংযুক্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনার অধিকার ভোগ করিবে তবে তিনি ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন না। সহযোগী সদস্য নির্ধারিত হারে ফি বা ভাতা প্রাপ্য হইবেন।
**১৩। চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা।**- (১) অত্র আইনের যে কোন উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সাধনের জন্য কর্তৃপক্ষ যাহা প্রয়োজনীয় ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করে, সেই ধরনের চুক্তিসমূহ সম্পাদন করিতে পারিবে। এই রকম প্রত্যেকটি চুক্তি কর্তৃপক্ষের পক্ষে চেয়ারম্যান অথবা চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক সম্পাদিত হইবে।
(২) উক্ত আইনের উদ্দেশ্যসাধনার্থে যে কোন অংকের টাকার প্রত্যেকটি প্রাক্কলন, কাজের সকল স্পেসিফিকেশন, দ্রব্যাদি ও মালামাল যাহা সরবরাহ করা হইবে তাহার নমুনা উপ-ধারা (১) মোতাবেক চুক্তির শর্তাবলি অনুযায়ী চেয়ারম্যান বা প্রয়োজনবোধে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইবে।
(৩) কোন চুক্তি বা প্রাক্কলনের প্রত্যেকটি তারতম্যের অথবা বাতিলের এমন কি মূল চুক্তি বা প্রাক্কলনের ক্ষেত্রেও উপ-ধারা (১) ও (২) প্রযোজ্য হইবে।
(৪) কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সকল চুক্তিতে কর্তৃপক্ষের কমন সিল ব্যবহৃত হইবে এবং প্রত্যেকটি চুক্তি লিখিতভাবে হইতে হইবে এবং যাবতীয় চুক্তি সিলমোহরযুক্ত হইতে হইবে।
**১৪। টেন্ডার।**- (১) ক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় দরপত্র 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস' এর বিধান অনুসারে সম্পন্ন করিতে হইবে।
**১৫। কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলি।**- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(১) ভূমির যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করিয়া মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(২) মহাপরিকল্পনা প্রণয়ণের নিমিত্ত ভূমি জরিপ ও সমীক্ষা, গবেষণা পরিচালনা এবং তদসংশ্লিষ্ট সকল প্রকার তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

(৩) ভূমির উপর যে কোন প্রকৃতির অপরিকল্পিত উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ এবং আধুনিক ও আকর্ষণীয় পর্যটন অঞ্চল ও নগর পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যাবলি গ্রহণ;

(৪) পর্যটনশিল্পের বিকাশসহ কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় গৃহায়ন ও আবাসন সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পর্যটন কেন্দ্রিক আবাসিক, বাণিজ্যিক, বিনোদন, শিল্প বা এতদসম্পর্কিত অবকাঠামো নির্মাণের জন্য পৃথক পৃথক এলাকার অবস্থান নির্ধারণ ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও উহার কার্যকর বাস্তবায়ন;

(৫) সড়ক, মহাসড়ক, নৌপথ, রেলপথ নির্মাণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনাক্রমে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ণের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন;

(৬) কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে বিধি বহির্ভূত স্থাপনা নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ বা অপসারণ;

(৭) অপরিকল্পিত, অপ্রশস্ত ও ঘন বসতি অপসারণক্রমে নতুন আবাসন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং উক্ত এলাকার বাসিন্দাগণের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৮) নিম্নবিত্ত, বস্তিবাসী এবং গৃহহীনদের আবাসন সমস্যার অগ্রাধিকার বিবেচনায় রাখিয়া উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও উহার বাস্তবায়ন;

(৯) উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রহিয়াছে এইরূপ কোন এলাকার জন্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি এবং উক্ত এলাকার ভূমি ব্যবহারের পরিবর্তন বা কোন ইমারত বা স্থাপনার পরিবর্তনের উপর অনধিক এক বৎসর পর্যন্ত বিধি-নিষেধ আরোপ;

(১০) আধুনিক ও আকর্ষণীয় নগর পরিকল্পনার আওতায় বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা তৈরি এবং উহার ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ;

(১১) পর্যাপ্ত সংখ্যক বনায়ন ও সবুজ বেষ্টনী তৈরি;

(১২) কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ বা বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থ ব্যয়ে দেশি-বিদেশি বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে পরামর্শ বা সহযাগিতা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(১৩) দেশি বা বিদেশি ব্যক্তি, সরকারি বা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(১৪) কোন উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়ন এবং বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান;

(১৫) সরকারের পূর্বানুমাদনক্রমে ব্যাংক বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বিদেশি সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ;

(১৬) আধুনিক ও নগর সংক্রান্ত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপের আয়োজন;

(১৭) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি সম্পাদন ;

(১৮) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জনকল্যাণমূলক যেকোন টেকসই উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(১৯) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য, যোগাযোগ, নগরায়ন, পরিবেশ উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন, বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধ, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস, খাল ও নালা নর্দমার উন্নয়ন, উড়াল সেতু, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, ট্রাম, মেট্রোরেল খাতে উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রকল্প গ্রহণ, লবনাক্ততা রোধে কার্যকর প্রকল্প গ্রহণ মিঠা পানি ও বৃষ্টির পানির পানির সংরক্ষণের ব্যবস্থাকরণ, জলোচ্ছাস ও ঘূর্ণিঝড় রোধে বাধ নির্মাণ বা কার্যকর প্রকল্প গ্রহণ বেকারত্ব দূরীকরণমূলক প্রকল্প গ্রহণসহ যে কোন পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

(২০) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্প সরকার কর্তৃক সময় সময় কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদন।

## তৃতীয় অধ্যায়
## সংস্থাপন

**১৬। কর্তৃপক্ষের চাকুরিতে নিয়োগ।**- (১) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো মোতাবেক কর্তৃপক্ষ, ইহার কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিয়োগ ও চাকুরির শর্তাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(২) সরকার বা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করিলে জনস্বার্থে কোন বিশেষজ্ঞ বা উপদেষ্টা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই ধরনের বিশেষজ্ঞ বা উপদেষ্টার ভাতা বা সম্মানি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্ধারিত হইবে।

(৩) অত্র আইনের অধীনে প্রণীত বিধি বা প্রবিধান দ্বারা কর্তৃপক্ষের নিজস্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারীর শাস্তি ও আপিল সংক্রান্ত বিষয়াবলি নির্ধারিত হইবে।

১৭। **ক্ষমতা অর্পণ।**-(১) কর্তৃপক্ষ, এই আইন বা উহার অধীনে প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীন উহার কোন ক্ষমতা, প্রয়োজনবোধে, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, চেয়ারম্যান অথবা সদস্য অথবা সচিবকে অর্পণ করিতে পারিবে।

(২) চেয়ারম্যান, এই আইন বা উহার অধীনে প্রণীত বিধি বা প্রবিধান অনুযায়ী, তাহার উপর অর্পিত, উপ-ধারা (১) এর অধীন চেয়ারম্যানকে প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতিত, যে কোন ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের যে কোন সদস্য বা সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

**১৮। কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ গণকর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন।**-এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা, উপদেষ্টা, পরামর্শক ও অন্যান্য কর্মচারীগণ এই আইনের বিধান অনুসারে কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে The Penal Code (Act XLV of 1860) এর section ২২ এর অর্থানুযায়ী গণকর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন এবং এই আইনের অধীন সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত কোন কার্যের জন্য সরকার, কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, সদস্য, কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন মামলা বা অন্য কোন আইনগত কাযক্রম বা কার্যধারা গ্রহণযোগ্য হইবে না।

## চতুর্থ অধ্যায়
## মহাপরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রকল্প, ইত্যাদি

**১৯। মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, ইত্যাদি।**- (১) নতুন এলাকা কর্তৃপক্ষের আওতাভূক্ত করিতে হইলে সরকারের নির্দেশনা বা অনুমোদনের আলোকে অনধিক দুই বৎসরের মধ্যে ভূমি ব্যবহারের প্রস্তাব (উন্নয়ন কাজ অব্যাহত রাখিয়া অথবা অন্য প্রকারে) এবং উন্নয়ন কর্মসূচির পর্যায়সমূহ উল্লেখ করতঃ সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদ এবং সংলগ্ন এলাকার জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে এবং অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) সংশোধিত মহাপরিকল্পনার মধ্যে কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করিয়া যথাশীঘ্র সম্ভব, উহার আওতাভুক্ত এলাকার সমন্বয়ে একটি সংশোধিত মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে যথা ঃ-

(ক) নৌ, বিমান, রেল, সড়ক ও মহাসড়কে যান চলাচলের গতি-প্রকৃতি, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াদি;

(খ) পানি সরবরাহ, সংরক্ষণ, পয়ঃপ্রণালী ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা;

(গ) বিভিন্ন সরকারি অফিস, সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেবা কেন্দ্র, শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র, উদ্যান, উন্মুক্ত স্থান, জলাশয় এবং বিনোদনমূলক ব্যবস্থা, পর্যটন তথ্য কেন্দ্র, স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র, বয়স্ক পুনর্বাসন কেন্দ্র, খেলার মাঠ, হাসপাতাল, ইত্যাদির জন্য ভূমি সংরক্ষণসহ উহার অবস্থান নির্ধারণ ও সংরক্ষণ;

(ঘ) আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকার অবস্থান নির্ধারণ, সংরক্ষণ এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াদি;

(ঙ) মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইতে পারে এইরূপ ভূমি চিহ্নিতকরণ ও উহার অবস্থান নির্ধারণ;

(চ) ভূমি ব্যবহার, জোনিং (Zoning) এবং প্রাকৃতিক ল্যান্ডস্কেপ (Natural Landscape) অনুসরণ করিয়া ভূমি সংরক্ষণ;

(ছ) সৌর-বিদ্যুৎসহ বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াদি;

(জ) দীর্ঘমেয়াদী ও আধুনিক নাগরিক সুবিধা সম্বলিত নগরায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প, ধারাবাহিক উন্নয়ন, নিয়মিত সংস্কার এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াদি;

(ঝ) আধুনিক বন্দর ও পর্যটন নগরী গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়; এবং

(ঞ) প্রয়োজনে উপরোক্ত বিষয়াদি ছাড়াও আধুনিক নগরায়নের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা এর অন্তর্ভূক্ত হইবে।
(৩) কর্তৃপক্ষ, উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত মহাপরিকল্পনা, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেট, মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট, কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ওয়েবসাইট এবং বহুল প্রচারিত ২(দুই)টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে উহার প্রাক-প্রকাশ করিবে।

(৪) কোন ব্যক্তি পরিকল্পনা অথবা ইহার অংশ বিশেষের উপর আপত্তি করিতে চাহিলে মহাপরিকল্পনাটির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট আপত্তি দাখিল করিতে হইবে।

(৫) কর্তৃপক্ষ দাখিলকৃত আপত্তিসমূহ বিবেচনা করত: উপধারা (৪) এর অধীন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০৫দিনের মধ্যে সংশোধনীসহ অথবা সংশোধনী ছাড়া মহাপরিকল্পনা অনুমোদন এর জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে।
(৬) সরকার, উপ-ধারা (৪) এর অধীন মহাপরিকল্পনা প্রাপ্ত হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সংশোধনসহ বা সংশোধন ব্যতিরেকে উহা অনুমোদন করিবে এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উহার চূড়ান্ত প্রকাশ করিবে।

২০। **মহাপরিকল্পনা প্রকাশ**। - (১) ধারা ১৯ এর অধীন দাখিলকৃত মহাপরিকল্পনা অনুমোদন করিবার পর সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষণা করিবে এবং এইরূপ প্রজ্ঞাপন জারি হইবার পর ইহা চূড়ান্ত ভাবে প্রমাণিত হইবে যে, মহাপরিকল্পনাটি যথাযথভাবে প্রণীত ও অনুমোদিত হইয়াছে এবং অতঃপর মহাপরিকল্পায় যে উদ্দেশ্যে ভূমি অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে কোন ব্যক্তি ইহা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে উক্ত ভুমির ব্যবহার ধারা ২১ এর অধীন প্রদত্ত অনুমতি ব্যতিরেকে অবৈধ বলিয়া গণ্য হইবে।
(২) কর্তৃপক্ষ সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে সময় সময় মহাপরিকল্পনা সংশোধন বা পরিবর্তন করিতে পারিবে এবং তৎপরবর্তী সকল সরকারি বা বেসরকারি উন্নয়ন ও নির্মাণ কার্যক্রম উক্ত সংশোধন বা পরিবর্তন মোতাবক বাস্তবায়ন করিতে হইবে।
(৩) ভবিষ্যতে সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রকার উন্নয়ন এবং নির্মাণ মহাপরিকল্পনা অথবা সংশোধিত মহাপরিকল্পনার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে।
(৪) মহাপরিকল্পনা অথবা ইহার কোন সংশোধনীর বিষয়ে অনুমোদনের পূর্বে বা পরে যাহাই হউক না কেন, কোন প্রকার আইনানুগ কার্যক্রমের জন্য প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না এবং উপধারা (১) অথবা (২) এর অধীন, যাহাই হউক না কেন, সরকারি গেজেটে প্রকাশের দিন ও তারিখ হইতে ইহা কার্যকর হইবে।

২১। **মহাপরিকল্পনার পরিপন্থি ভূমি ব্যবহারের অনুমতি**।- (১) যদি কোন ব্যক্তি ধারা ২০ এর অধীনে অনুমোদিত মহাপরিকল্পনা পরিপন্থি কোন জমি ব্যবহার করিতে চান তাহা হইলে তিনি চেয়ারম্যানের নিকট অনুমতির জন্য লিখিত আবেদন করিবেন।
(২) চেয়ারম্যান যদি কোন ব্যক্তিকে অনুমতি প্রদানে অস্বীকৃতি জানান, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অস্বীকৃতির পর ষাট দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট এহেন অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে আপিল করিতে পারিবেন। নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হইলে আপিলের অধিকার তামাদি বলিয়া বিবেচিত হইবে।
(৩) উপধারা (২) এর অধীন দায়েরকৃত আপিল নিষ্পত্তির বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।
(৪) ধারা ২০ এর অধীন কোন ভূমির নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের জন্য কোন ব্যক্তিকে ক্ষতি পূরণ দেওয়া হইবে না।

**২২। নিয়ন্ত্রিত এলাকা**।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে প্রকাশিত মহাপরিকল্পনাভূক্ত এলাকাই কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রিত এলাকা হিসাবে চিহ্নিত হইবে এবং যথাযোগ্য ও উপযুক্ত বলিয়া যেইরূপ বিবেচনা করিবে সেইরূপ নির্দেশনা উক্ত এলাকার জন্য প্রদান করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় নিম্নমানের অথবা অপরিকল্পিত নগরের বিস্তার, ভবন নির্মাণ এবং অন্যান্য কার্যক্রম প্রতিরোধ ও সংশোধনের আবশ্যকমত সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

২৩। **সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা ও ইহার অবস্থান**।- (১) কর্তৃপক্ষ মহাপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত যে কোন এলাকাকে যা ভবিষ্যতে কর্তৃপক্ষের প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজন হইবে এরুপ এলাকা্র জমির মালিককে লিখিত নোটিশ ও শুনানি নেওয়ার পর সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত সংরক্ষিত এলাকায় কোন অবকাঠামো নির্মাণ করা যাইবে না।

**২৪। কতিপয় উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উপর বিধি-নিষেধ।— (১)** এই আইন কার্যকর হইবার পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত ধারা ১ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প এলাকার মধ্যে উহার কোন অংশ কোন ব্যক্তি,

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সরকারি বা বেসরকারি কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি সাধারণভাবে কোন ধরনের রাস্তাঘাট ও ইমারত নির্মাণ, উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ বা বাস্তবায়ন করিতে পারিবে না।

(২) নদী নালা, খাল বিল, জলাশয় ভরাট করিয়া বা এর স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যহত করিয়া কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে না।

(৩) পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এমন কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে না। উন্নয়ন প্রকল্প টেকসই হইতে হইবে।

(৪) পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখিয়া প্রকল্প প্রণয়ন করিতে হইবে।

**২৫। উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন**।- (১) কর্তৃপক্ষ মহাপরিকল্পনার ভিত্তিতে ইহার আওতাভূক্ত কোন এলাকার জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুত করিয়া উহা অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ, উপ-ধারা (১) এর অধীন সরকার কর্তৃক অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্প সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে প্রকাশ করিবে, এবং অতঃপর উহা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ ইহার নিজস্ব ওয়েবসাইটে বা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ কারিয়া বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রকাশ করিবে। প্রকল্প এলাকায় দৃশ্যমান সাইনবোর্ডে প্রয়োজনীয় তথ্যসহ প্রদর্শন করিবে।

(৪) কোন উন্নয়ন বা জনকল্যানমূলক কাজ বাস্তবায়নকালে কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত কোন রাস্তায় বা উহার অংশ বিশেষে যানবাহন বা জনসাধারনের চলাচলের উপর কর্তৃপক্ষ সাময়িক বিধি-নিষেধ আরোপ করিতে পারিবে।

(৫) কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (৪) এর অধীন সাময়িক বিধি-নিষেধ আরোপের বিষয়টি স্থানীয় জনসাধারণকে অবহিত করিবে যাহাতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উক্ত অঞ্চলের জনসাধারণ এবং বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করিবার সুযোগ পায়।

**২৬। উন্নয়ন প্রকল্প সংশোধন**।- কোন উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদিত হইবার পর কর্তৃপক্ষ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উহা সংশোধন করিতে পারিবে।

**২৭। সংস্কারমূলক প্রকল্পসমূহের বিষয়বস্তু**।- একটি সংস্কার বা উন্নয়ন প্রকল্পে নিম্নোক্ত সকল বা যে কোন বিষয় সন্নিবেশিত থাকিবে ঃ-

(ক) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের প্রয়োজনীয় মেরামত, পুনঃনির্মান ও সংস্কার কর্তৃপক্ষ করিতে পারিবে।

(খ) চেয়ারম্যান বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত প্রকল্প এলাকার ভূমি যাহা তাহাদের মতে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আবশ্যক হইবে অথবা উহার বাস্তবায়নের জন্য যে প্রভাব পড়িবে ;

(গ) উল্লিখিত ভূমির নক্শা বা পুন: নক্শা প্রণয়ন;

(ঘ) উল্লিখিত এলাকায় প্রস্তাবিত ভূমি অধিগ্রহণকল্পে কর্তৃপক্ষ যেইরূপ আবশ্যক মনে করিবে সেইরূপ, ভূমির উপর অবস্থিত ভবনের বিনষ্টিকরণ, পরিবর্তন অথবা পুন:নির্মাণ;

(ঙ) কর্তৃপক্ষ যে কোন উদ্দেশ্যে যেইরূপ প্রয়োজন বিবেচনা করিবে সেইরূপ যে কোন ভবণ নির্মাণ;

(চ) সড়ক নির্মাণ বা পরিবর্তনের নক্শা (সেতু ,উঁচু পায়ে চলা পথ এবং কালভার্টসহ);

(ছ) উল্লিখিত সড়কের মাটি ভরাট, সমতলকরণ, খোয়া বিছানো, প্রস্তর বিছানো, পানি ও পয়:নিস্কাশনের ব্যবস্থা এবং সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সাধারণত: যেইরূপ পানি, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসম্মত সুবিধাদি প্রদান করা হয় সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) প্রকল্পভূক্ত এলাকার ভূমি উচুঁকরণ, নিচুকরণ অথবা সমতলকরণ;

(ঝ) মুক্তাঙ্গণ সৃষ্টি ও গণস্থান সংরক্ষণ এবং বর্ধিতকরণ;

(ঞ) অত্র আইনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ অন্য যে কোন বিষয় কর্তৃপক্ষ যেইরূপ বিবেচনা করিবে।

**২৮। জনস্বার্থে মধ্য ও স্বল্প মেয়াদি উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।-** (১) ধারা ২০ তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ণের পূর্বে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, জনস্বার্থে, কোন মধ্য ও স্বল্প মেয়াদী উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রণীত মধ্য ও স্বল্প মেয়াদী উন্নয়ন প্রকল্প অবাস্তবায়িত থাকাবস্থায় মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইলে উক্ত মধ্য ও স্বল্প মেয়াদি উন্নয়ন প্রকল্প মহাপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

**২৯। স্থানীয় পরিকল্পনা।-** (১) কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ, নৌ, বিমান, সড়ক ও রেল যোগাযোগ, টেলিযোগাযোগ বা অন্য কোন সংস্থার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বা কোম্পানি মহাপরিকল্পনার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া উহাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের জন্য উন্নয়ন ও নির্মাণ পরিকল্পনা সম্পর্কিত স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে এবং উহা অনুমোদনের জন্য কর্তৃপক্ষের বরাবরে প্রেরণ করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ, উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত স্থানীয় পরিকল্পনা, মহাপরিকল্পনার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, সংশোধনসহ বা সংশোধন ব্যতিরেকে অনুমোদন করিবে এবং উহার একটি অনুলিপি সরকারকে প্রেরণ করিবে।

**৩০। জমির ব্যবহারের ধারাবাহিকতা বন্ধ করা, পরিবর্তন বা অপসারণ করা।**- কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন অনুসারে কোন জমি, ভবন, শিল্প কারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের জমি ব্যবহারের ধারাবাহিকতা বন্ধ, পরিবর্তন বা অপসারণের আদেশ দিতে পারিবে।

৩১। **উন্নয়ন প্রকল্পের দ্বারা বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিবর্গের পুনর্বাসন।**- (১) এই আইনের আওতায় উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নকালে কেউ সরাসরি বাস্তুচ্যুত হইলে কর্তৃপক্ষ তাহার বা তাহাদের যথাযথ ক্ষতিপুরণের ব্যবস্থা করিবে।

**৩২। রাস্তার প্রশস্ততা** ।- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিকল্পিত কিংবা পরিবর্তিত কোন রাস্তার প্রশস্ততা নিম্নোক্ত মাপের কম হইবে নাঃ-

(ক) যানবাহন চলাচলের জন্য প্রধান রাস্তার প্রস্থ- ৬০ বা ১৮.২৯ মিটার বা তদুর্ধ্ব

(খ) যানবাহন চলাচলের জন্য সেকেন্ডারি রাস্তার প্রস্থ-৪০ বা ১২.১৯ মিটার বা তদুর্ধ্ব

(গ) শুধুমাত্র লোক চলাচলের রাস্তা- ২৫ বা ৭.৬২ মিটার তবে শর্ত থাকিবে যে-

(১) কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে যে বর্তমানে স্থিত রাস্তার প্রস্থ অত্র ধারা মোতাবেক বর্ধিত করা বাস্তবে সম্ভবপর নয়, তাহা হইলে উহা বর্ধিত করিতে হইবে না ;

**৩৩। স্থানীয় সরকার সংস্থায় ন্যস্ত ভূমি বা ইমারত কর্তৃপক্ষে হস্তান্তর।**- (১) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে ন্যস্ত কোন ইমারত অথবা কোন সর্বজনিন সড়ক অথবা কোন জমি বা স্কয়ার বা উহার কোন অংশ, উক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত প্রকল্পের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত বিষয়ে উক্ত স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবরে উক্ত মর্মে নোটিস প্রদান করিলে উক্ত ইমারত, বা সর্বজনিন সড়ক, স্কয়ার বা জমি বা উহার কোন অংশ কর্তৃপক্ষে ন্যস্ত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোন সর্বজনীন সড়ক বা স্কয়ার বা উহার কোন অংশ কর্তৃপক্ষে ন্যস্ত হইলে উক্ত সর্বজনীন সড়ক, স্কয়ার বা উহার অংশের জন্য উক্ত স্থানীয় সরকার সংস্থাকে কোনরূপ ক্ষতিপূরণ প্রদেয় হইবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোন জমি বা ইমারত যাহা সড়ক বা স্কয়ার নয়, ন্যস্ত হইলে এবং স্থানীয় সরকার সংস্থা কর্তৃক যে উদ্দেশ্যে উহা গ্রহণ করা হইয়াছিল, নিয়ন্ত্রণে রাখা হইয়াছিল বা ব্যবহৃত হইয়াছিল, উক্ত একই উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ ব্যবহার করিলে, উহার কোনরূপ ক্ষতিপূরণ প্রদেয় হইবে না।

(৪) এই ধারার কোন বিষয়ে কোনরূপ আপত্তি বা বিরোধ দেখা দিলে তাহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং এই ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

**৩৪। কর্তৃপক্ষের নিকট ন্যস্তকৃত সরকারি রাস্তা, নর্দমা, ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ।**- কর্তৃপক্ষের নিকট ন্যস্তকৃত সকল রাস্তা, চত্বর, ইমারত, ভূমি অথবা উহার অংশ বিশেষ কর্তৃপক্ষকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে, এবং কর্তৃপক্ষ, উহার তদারকিতে, অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার সহিত যৌথভাবে উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিবে।

৩৫। **সমাপ্ত প্রকল্পের অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার নিকট ন্যস্তকরণ।**- মহাপরিকল্পনা বা অন্তর্বর্তী পরিকল্পনাভূক্ত কোন প্রকল্পের কাজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সমাপ্ত হইবার পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত প্রকল্পের অধীন কর্তৃপক্ষের আয়ের উৎস সংশ্লিষ্ট অংশ ব্যতিত সমাপ্ত অবকাঠামো যথা, উদ্যান, রাস্তা, নর্দমা এবং অনুরূপ অন্যান্য সেবা ও সুবিধাসমূহ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার নিকট রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ন্যস্ত করিতে পারিবে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ উহা গ্রহণ করিবে।

**৩৬। সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন প্রকল্প বা সম্পত্তি কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর।**- (১) এই আইনের বিধানাবলি কার্যকর হইবার পর সরকার নির্ধারিত শর্তে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বা বাস্তবায়নাধীন যে কোন প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবে এবং এইরূপ প্রকল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট বা সহায়ক যে কোন স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তিও কর্তৃপক্ষের হেফাজতে হস্তান্তর করা যাইবে এবং এইরূপ হস্তান্তরিত প্রকল্প সরকার কর্তৃক মঞ্জুরকৃত প্রকল্প হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(২) উপধারা (১) এর অধীন হস্তান্তরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও সকল কাজের সংরক্ষণ এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অসম্পন্ন কাজ ও কার্যপ্রণালী সম্পন্ন করিবার আইনানুগ দায়-দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাইবে।

(৩) সরকার এইরূপ শর্তে যে কোন সরকারি অথবা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অথবা অন্য কোন সংস্থার সম্পত্তি বা তহবিল কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবে অথবা কর্তৃপক্ষ গঠনের অব্যবহিত পূর্বে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অথবা স্থানীয় সংস্থা কর্তৃক আরোপযোগ্য কর ধার্য করিতে ও উহা সংরক্ষণ করিতে অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে এবং তদনুযায়ী কর্তৃপক্ষ এইরূপ সম্পত্তি ও তহবিল নিজ হেফাজতে রাখিবে এবং পূর্ব নির্ধারিত শর্ত মোতাবেক কর ধার্য করিবে।

## জরিপ

**৩৭। জরিপ করার ক্ষমতা**।- এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে কর্তৃপক্ষ যখনই প্রয়োজন ও যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিবে, তখনই জমির জরিপ করাইতে পারিবে; অথবা প্রয়োজনীয় অর্থ খরচের মাধ্যমে অন্য যে কোন সংস্থার মাধ্যমে জরিপ করাইতে পারিবে।

## প্রবেশের ক্ষমতা

**৩৮। প্রবেশাধিকার**।- কর্তৃপক্ষের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজের প্রয়োজনে চেয়ারম্যান নিজে অথবা চেয়ারম্যান কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা তার প্রতিনিধি জরিপের উদ্দেশ্যে তার এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় যে কোন জমির উপর বা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিবে।

**৩৯। কর্তৃপক্ষে ন্যস্ত ইমারতের সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদ কর প্রদান**।- বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই বর্ণিত থাকুক না কেন কোন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অধিগ্রহণকৃত বা রিকুইজিশনকৃত এবং কর্তৃপক্ষে ন্যাস্ত কোন ইমারতের উপর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদের কোন কর, উপ-কর, রেইট বা চার্জ প্রদেয় হইবে না।

## ষষ্ঠ অধ্যায়
## অর্থ

**৪০। খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তহবিল**।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তহবিল নামে একটি তহবিল থাকিবে। চেয়ারম্যান, সদস্য, সচিব, কর্মকর্তা, উপদেষ্টা, পরামর্শক ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও চাকরির শর্তাবলি অনুসারে প্রদেয় অন্যান্য অর্থ উক্ত তহবিল হইতে প্রদান করা হইবে এবং এই আইনের অধীনে প্রদত্ত কার্যাবলি নিস্পন্নের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যয়ও উক্ত তহবিল হইতে নির্বাহ করা হইবে।

(২) "তহবিল" নিম্নোক্তভাবে গঠিত হইবে ঃ-

(ক) সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদেয় চাঁদা;

(খ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান বা বরাদ্দকৃত অর্থ;

(গ) সরকারের নিকট হইতে গৃহীত ঋণ;

(ঘ) সরকার কর্তৃক বিশেষ অথবা সাধারণ মঞ্জুরির মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের গৃহীত ঋণ;

(ঙ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে উন্নয়ন ঋণ তহবিল হইতে প্রাপ্ত বৈদেশিক অনুদান ও ঋণ;

(চ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংগৃহিত সুদ, ফি, কর, চার্জ ইত্যাদি;

(ছ) কর্তৃপক্ষের সম্পত্তি বিনিয়োগ হইতে আহরিত অর্থ;

(জ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাপ্ত সকল ক্ষতিপূরণের অর্থ এবং উৎকর্ষসাধন ফি (Betterment Fee);

(ঝ) ইজারা প্রদানের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাপ্ত সকল কিস্তির অর্থ;

(ঞ) কর্তৃপক্ষের নিকট ন্যস্ত ভূমি ও ভবনের ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত অর্থ; এবং

(ট) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(৩) ইহাছাড়াও কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনে একাধিক তহবিল গঠন করা যাইবে যেমন-

(ক) অবচয় তহবিল

(খ) কর্মকর্তা বা কর্মচারী পেনশন তহবিল

(গ) সাধারণ ভবিষ্য তহবিল

(ঘ) কল্যাণ তহবিল (Benevolent Fund)

(ঙ) সময়ের প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যাহা প্রয়োজন বলে বিবেচিত হইবে।

ব্যাখ্যা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে 'তফসিলি ব্যাংক' বলিতে Bangladesh Bank Order,1972 (P.O. No-127 of 1972) এর Article 2(j) তে সংজ্ঞায়িত `Scedule Bank'।

**৪১। সিটি কর্পোরেশন হইতে প্রাপ্ত অনুদান**।- কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত এলাকায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভাসমূহ আইনের বিধান অনুযায়ী ইমারতের বার্ষিক মূল্যায়নের উপর ১.৫% হারে অনুদান প্রদান করিবে।

## ঋণ

**৪২। কর্তৃপক্ষের ঋণ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা।**- নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসাধনের প্রয়োজনে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সুদের হারে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এবং সময় ও পরিশোধের পদ্ধতি সম্বলিত শর্তাবলি সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে। ঋণকৃত অর্থ কর্তৃপক্ষকে নিজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করিতে হইবে।

**৪৩। কর্তৃপক্ষ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইবে।**- কর্তৃপক্ষ "স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ঋণ আইন, ১৯১৪" মোতাবেক উল্লিখিত আইনের অধীন অর্থ ঋণের ক্ষেত্রে "স্থানীয় কর্তৃপক্ষ" বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এই আইনের অধীন কোন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এইরূপ কর্তৃপক্ষ আইনানুগভাবে সম্পাদন করিতে পারিবে বলিয়া গণ্য হইবে।

**৪৪। ধারকৃত অর্থের ব্যবহার।**- গৃহীত ঋণ সরকারের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিত অন্য কোন খাতে বা উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যাইবে না।

## বাজেট প্রাক্কলন

**৪৫। আয় ও ব্যয়ের প্রাক্কলন।**- (১) কর্তৃপক্ষ অর্থ বৎসর শেষ হইবার তিন মাস পূর্বে বা সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের জন্য প্রাক্কলিত প্রাপ্তি ও ব্যয়ের বিবরণ অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) বাজেট প্রাক্কলন প্রাপ্তির পর সরকার উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে এবং সংশোধনীসহ অথবা সংশোধনী ছাড়া অনুমোদন করিবে এবং পরবর্তী অর্থ বৎসর শুরু হইবার পূর্বেই অনুমোদনের বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে।

(৪) যে অর্থ বৎসরের প্রাক্কলন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে সেই অর্থ বৎসরে যে কোন সময়ে প্রক্কলন প্রস্তুত করিবে এবং সরকারের নিকট পেশ করিবে।

**৪৬। অর্থ প্রাপ্তি ও ব্যাংকে জমাদান।**- (১) কর্তৃপক্ষের নিজ তহবিলে সংরক্ষিত সকল অর্থ এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী অনুমোদিত যে কোন এক বা একাধিক তফসিলভুক্ত ব্যাংকে গচ্ছিত রাখিতে হইবে।

(২) কর্তৃপক্ষকে প্রদেয় যাবতীয় অর্থ চেয়ারম্যান কর্তৃক গৃহীত হইবে এবং উহা তাৎক্ষণিকভাবে উপরে উল্লিখিত ব্যাংকের যে কোন হিসাব খাতে জমা দিতে হইবে, যাহা "খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ হিসাব" অভিধায় চিহ্নিত হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ এই ধারায় 'তফসিলি ব্যাংক' বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O 127 of 1972) এর article 2(j) তে সংজ্ঞায়িত Schedule Bank কে বুঝাইবে।

**৪৭। চেক দ্বারা পরিশোধ।**- (১) ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ধারা ৪৫-তে উল্লিখিত হিসাব খাত হইতে চেক ব্যতিত কোন অর্থ পরিশোধ করিবে না;

**৪৮। চেকে স্বাক্ষর।**- সকল চেকে অবশ্যই চেয়ারম্যান এবং কর্তৃপক্ষের সচিব স্বাক্ষর করিবেন। চেয়ারম্যান কিংবা সচিব যে কোন একজনের অনুপস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত একজন সার্বক্ষণিক সদস্য স্বাক্ষর করিবেন।

## হিসাব

**৪৯। হিসাব পরিচালনা।**- কর্তৃপক্ষ পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক হিসাব বইসমূহ নির্ধারিত ছকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। কমপক্ষে একটি মূলধন খাত ও একটি রাজস্ব খাত রাখিতে হইবে। মূলধন খাতে আলাদা আলাদাভাবে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যেকটি উন্নয়ন এবং আবাসিক ও অন্যান্য প্রকল্পসমূহের জন্য ব্যয়িত খরচের হিসাব রাখিতে হইবে।

**৫০। রাজস্ব খাত হইতে মূলধন খাতে অগ্রিম প্রদান।**- কর্তৃপক্ষ রাজস্ব খাত হইতে মূলধন খাতে যে কোন অংকের অর্থ হস্তান্তর করিতে পারিবে।

**৫১। মূলধন খাত হইতে রাজস্ব খাতে অগ্রিম প্রদান।**- মূলধন খাত হইতে আর্থিক বৎসরের শেষে অগ্রিমের মাধ্যমে রাজস্ব খাতের যে কোন ঘাটতি পূরণ করা যাইবে।

**৫২। হিসাবের সার-সংক্ষেপ দাখিল।**- (১) কর্তৃপক্ষ প্রতি অর্থ বৎসর অন্তর তাহাদের প্রাপ্তি ও ব্যয়ের হিসাবের একটি সার-সংক্ষেপ সরকারের নিকট পেশ করিবে।

**৫৩। বার্ষিক রিপোর্ট, রিটার্ন ও হিসাবের সংক্ষিপ্ত সার দাখিলকরণ** । - (১) প্রত্যেক আর্থিক বৎসরের আর্থিক সময় অতিবাহিত হওয়ার প্রাক্কালে কর্তৃপক্ষ সরকার সমীপে হিসাবের প্রাপ্তি ও ব্যয় সম্বলিত সার-সংক্ষেপ পেশ করিবে।

(২) প্রত্যেক অর্থ বৎসর সমাপ্তির তিন মাস অথবা সরকার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মধ্যে কর্তৃপক্ষ সরকারের নিকট ঐ অর্থ বৎসরের মধ্যে সম্পাদিত কর্তৃপক্ষের কার্যকলাপের একটি প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

**৫৪। কর্তৃপক্ষের বকেয়া আদায়।**- কোন ব্যক্তির উপর ধার্যকৃত কর্তৃপক্ষের প্রাপ্য অর্থ 'Public demand' হিসাবে `The Public Demand Recovery Act, 1913 (Act- of 1913) আওতায় আদায়যোগ্য হইবে। অর্থ ঋণ আদালতের মাধ্যমেও বকেয়া আদায় করা যাইবে।

**৫৫। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।**- (১) (১) কর্তৃপক্ষ, যথাযথভাবে উহার হিসাবরক্ষণ এবং হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রতি বৎসর কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি কর্তৃপক্ষ ও সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবছর কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিবে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর কোন আপত্তি উত্থাপিত হইলে উহা নিষ্পত্তির জন্য কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৫) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P. O. No. 2 of 1973) এর Article 2(1)(b) এ সংজ্ঞায়িত 'chartered accountant' দ্বারা কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ এক বা একাধিক 'chartered accountant' নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এইরূপ নিয়োগকৃত 'chartered accountant' কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হারে পারিশ্রমিক প্রাপ্য হইবেন।

(৬) কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা উপ-ধারা (৪) এর অধীন নিয়োগকৃত 'chartered accountant' কর্তৃপক্ষের সকল রেকর্ড, দলিলাদি, বার্ষিক ব্যালেন্স সিট, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার বা অন্যবিধ সম্পত্তি, ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান, সদস্য বা কর্তৃপক্ষের যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পরিবেন;

(৭) এই ধারার বিধানাবলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ফাইনানসিয়াল রির্পোট, আইন ২০১৫ (২০১৫ সনের ১৬ নম্বর আইন) এর বিধানবলি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুসরণ করিতে হইবে।

**৫৬। চার্টার্ড একাউনটেন্ট বা নিরীক্ষকের এর পারিশ্রমিক।**- **কর্তৃপক্ষ** চার্টার্ড একাউনটেন্ট বা নিরীক্ষক এর পারিশ্রমিক নির্ধারণ করিবেন।

**৫৭। চার্টার্ড একাউনটেন্ট বা নিরীক্ষক কর্তৃক চেয়ারম্যান এর নিকট প্রতিবেদন দাখিল।**- চার্টার্ড একাউনটেন্ট বা নিরীক্ষক-

(ক) কর্তৃপক্ষের ব্যয় অথবা বকেয়া অর্থ আদায় অথবা হিসাবে কোন প্রকার অসংগতি অথবা অনিয়ম পরিলক্ষিত হইলে বিষয়টি চেয়ারম্যানকে অবহিত করিবে অথবা এই সম্পর্কিত হিসাব এবং প্রতিবেদন দাখিল করিবেন;

(খ) নিরীক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে, প্রয়োজন মনে করিলে তাহারা চেয়ারম্যানকে সময়ে সময়ে অবহিত করিবেন; এবং

(গ) নিরীক্ষা সম্পন্ন করিবার পর হিসাবের উপর প্রণীত প্রতিবেদন চেয়ারম্যানের বরাবর দ্রুত অগ্রায়ন করিবেন।

**৫৮। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ত্রুটিমুক্তকরণ।**- নিরীক্ষক কর্তৃক চিহ্নিত ত্রুটি অথবা অনিয়ম দূর করিবার আশু দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের।

**৫৯। অডিটর কর্তৃক প্রণিত রিপোর্ট প্রত্যেক সদস্যের নিকট প্রেরণ।**- চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য ইহার পরবর্তী সভায় অডিটর কর্তৃক প্রণিত রিপোর্ট উপস্থাপন করিবেন এবং প্রত্যেক সদস্যের নিকট প্রেরণ করিবেন।

**৬০। একাউন্টস এর সার-সংক্ষেপ ছাপানো ও প্রেরণ।**- উক্ত রিপোর্ট প্রাপ্তির পর যথাশীঘ্র সম্ভব সময়ে কর্তৃপক্ষ একাউন্টস সম্পর্কিত সার-সাংক্ষেপ প্রস্তুত করিবে এবং ঐ সার-সংক্ষেপের একটি কপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

## ভূমি অধিগ্রহণ

**৬১। ভূমি অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর।**- (১) কর্তৃপক্ষ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে কোন ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি অথবা ভূমি সংশ্লিষ্ট স্বার্থ ক্রয়, লীজ বা বিনিময়ের মাধ্যমে অর্জন করিতে পারিবে এবং এইরূপ ভূমি কিংবা ভূমির স্বার্থ বিক্রয়, লীজ বা বিনিময়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ভূমি বা ভূমি সংশ্লিষ্ট স্বার্থ অর্জন করিবার প্রয়োজন হইলে উহা জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উহা Aquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance,1982 (Ordinance No.II of 1982) বা এতদসংক্রান্ত প্রচলিত আইনের বিধান মোতাবেক হুকুম দখল বা অধিগ্রহণ করা যাইবে।

## উৎকর্ষসাধন ফি (Betterment Fee)

**৬২। উন্নয়ন কর ধার্যের ক্ষমতা।**- (১) কর্তৃপক্ষ তদকর্তৃক গৃহিত কোন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে উক্ত এলাকার কোন ভূমির মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে বা পাইবে বলিয়া মনে করিলে উক্ত ভূমির মালিক বা ভূমির স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এমন ব্যক্তিবর্গের উপর ভূমির মূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে উন্নয়ন কর ধার্য করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত উন্নয়ন কর বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ধার্য, নির্ধারণ ও আদায় করিতে হইবে।

## সপ্তম অধ্যায়
## বিধি

**৬৩। বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা।-** এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধিমালা প্রণয়ণ করিতে পারিবে।

**৬৪ । জনসাধারণ্যে প্রচারার্থে বিধি প্রকাশনা ।-** যখন ৬৩ ধারা মোতাবেক কোন বিধি প্রণীত হয়, তখন ইহা প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হইতে হইবে এবং এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি বিধিটি যথাযথভাবে প্রণীত হওয়ার স্বপক্ষে চুড়ান্ত প্রমাণস্বরূপ গণ্য হইবে।

**৬৫। মামলা রুজু অথবা আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা ও আইনী পরামর্শ।-** কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে চেয়ারম্যান-

(ক) এই অধ্যাদেশ অথবা ইহার আওতায় প্রণীত বিধিমালা সংক্রান্ত আইনানুগ কার্যক্রমের বিষয়ে মামলা দায়ের, বিবাদী হিসাবে মামলা পরিচালনা অথবা মামলা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন;

(খ) এই অধ্যাদেশ অথবা ইহার আওতায় প্রণীত কোন বিধিমালার অধীন কৃত অপরাধের বিষয়ে সালিশ-মীমাংসা, যাহা বর্তমানে আইন সম্মতভাবে কার্যকর রহিয়াছে, করিতে পারিবেন;

(গ) এই অধ্যাদেশ অথবা ইহার অধীন প্রণীত কোন বিধিমালার অধীন উত্থাপিত কোন দাবী গ্রহণ, মীমাংসা অথবা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন; এবং

(ঘ) এই ধারার পূর্বোক্ত দফাসমূহের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অথবা কর্তৃপক্ষ বা উহার কোন কর্মচারীর উপর ন্যস্ত বা প্রদত্ত ক্ষমতা বা দায়িত্ব প্রতিপালন বা আইনুনাগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি সময়ে সময়ে প্রয়োজন ও সমীচীন মনে করিলে বা কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা অনুযায়ী আইনী পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে।

**৬৬। ক্ষতিপূরণে কর্তৃপক্ষের সাধারণ ক্ষমতা ।-**

এই আইনে কোন বিষয়ে ভিন্নভাবে বিস্তারিত কিছু বলা না হইলে কর্তৃপক্ষ এই আইন অথবা তদধীনে প্রণীত বিধি বা মঞ্জুরিকৃত প্রকল্প মোতাবেক কর্তৃপক্ষ অথবা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান অথবা কোন কর্মচারীর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত যে কোন ব্যক্তিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে পারিবে।

**৬৭। অপরাধী কর্তৃক ক্ষতিসাধনের ক্ষতিপূরণ প্রদান ।-** (১) এই আইন বা তদধীনে প্রণীত কোন বিধির বিরুদ্ধে যদি কোন ব্যক্তির কার্যক্রম বা ভুলের কারণে কোন অপরাধ সংঘটিত হয় এবং ইহার জন্য তাহাকে দোষী প্রতিপন্ন করা হয় এবং তাহাকে এইরূপ অপরাধের জন্য যে শাস্তিই প্রদান করা হউক না কেন, উক্ত ব্যক্তির এইরূপ কার্যক্রম বা ভুলের জন্য কর্তৃপক্ষের কোন সম্পত্তির ক্ষতিসাধিত হইলে এইরূপ ক্ষতির জন্য উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক কর্তৃপক্ষকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।

(২) নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত অপরাধের জন্য দন্ডাদেশ প্রদানকালে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় ক্ষতিপূরণের অংক নির্ধারণ করিয়া দিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন প্রদেয় ক্ষতিপূরণ পরিশোধ না হইলে উক্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির মাধ্যমে উক্ত অর্থ আদায় করা হইবে যাহাতে প্রতীয়মান হইবে যে, উক্ত দায়বদ্ধ ব্যক্তির উপর ইহা জরিমানা হিসাবে আরোপ করা হইয়াছে।

## অষ্টম অধ্যায়
## জরিমানা, অপরাধের আমলযোগ্যতা, বিচার, ইত্যাদি

**৬৮। প্রশাসনিক জরিমানা, চার্জ, ফি, ইত্যাদি আদায়।-** এই আইন বা বিধিমালা বা প্রবিধানমালার অধীন পরিশোধযোগ্য প্রশাসনিক জরিমানা, চার্জ, ফি বা অনুরূপ দাবি Public Demands Recovery Act, 1913 (Act No. III of 1913) এর অধীন Public Demands বা সরকারি দাবি হিসাবে উক্ত ব্যক্তি বা তাহার উত্তরাধীকারীদের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে এবং প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে জমা হইবে।

**৬৯। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ ও বিচার।-** (১) এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনের বিষয়ে কর্তৃপক্ষ, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অন্য কোন ব্যক্তি আদালতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে এবং আদালত উক্ত অভিযোগ আমলে গ্রহণ করিবে।

(২) ফৌজদারি কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কতৃর্ক বিচার্য হইবে।

**৭০। অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা।-**এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (cognizable) এবং জামিনযোগ্য (bailable) হইবে।

**৭১। অর্থদন্ড আরোপের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতা।-** ফৌজদারি কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য এই আইনে অনুমোদিত যে কোন দন্ড আরোপ করিতে পারিবে।

**৭২। মোবাইল কোর্টের এখতিয়ার।-** এই আইনের অন্য কোন বিধানে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮০ ৮১, ৮৪, ৮৬ ও ৮৭ এর অধীন অপরাধসমূহ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর তফসিলভুক্ত করিয়া বিচার করা যাইবে।

**৭৩। কোম্পানি** বা **ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান** বা **অংশীদারী প্রতিষ্ঠান** বা **সমবায় সমিতি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।-** কোন কোম্পানি বা ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বা অংশীদারী প্রতিষ্ঠান বা সমবায় সমিতি কর্তৃক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে কোম্পানি বা ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বা অংশীদারী প্রতিষ্ঠান বা সমবায় সমিতি এইরূপ প্রত্যেক পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব, অংশীদার, কর্মকর্তা এবং কর্মচারী উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

## নবম অধ্যায়
## দন্ডসমূহ

**৭৪। শেয়ার বা স্বত্ব বা দখলে বিধি-নিষেধ।-** (১) চেয়ারম্যান, সদস্য বা কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃপক্ষের কোন পদে বহাল থাকাকালীন সময়ে কর্তৃপক্ষের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য বা কোন লেনদেন বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন শেয়ার বা স্বত্ব বা দখল করিবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন শেয়ার বা স্বত্ব বা দখল করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

**৭৫। রাস্তা হইতে সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি অপসারণ সম্পর্কিত দন্ড।-** কোন ব্যক্তি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হইতে সংগৃহিত আইনগত অনুমতি ব্যতিত-

(ক) কর্তৃপক্ষের আনুকূল্যে বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন সীমানা প্রাচীর, দেওয়াল, সীমানা খুঁটি ইত্যাদি অপসারণ করেন বা কোন বাতি অপসারণ করেন, অথবা-

(খ) উপরোক্ত ব্যাপারে কোন প্রদত্ত আদেশ লংঘন করেন বা কোন গ্রথিত ডান্ডা শিকল বা খুঁটি অপসারণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা প্রদানের শাস্তি দেওয়া যাইবে।

**৭৬। যে সমস্ত স্থাপনার জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে, সেগুলি অপসারণ করিতে অপারগতার জন্য দন্ড।-** যদি কোন দেওয়াল অথবা দালানের মালিক উক্ত দেওয়াল বা দালানের জন্য কর্তৃপক্ষের সহিত চুক্তি স্বাক্ষর করত-

(ক) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত নোটিশের মর্মানুযায়ী যখনই ঐ সব দেওয়াল বা দালান অথবা ঐ গুলির বিশেষ কোন অংশ অপসারণ করিতে;

(খ) ঐ সব দেওয়াল বা দালান বা ঐ গুলির অংশবিশেষ অপসারণের জন্য, পূর্বোক্ত নোটিশ প্রাপ্তির পনের দিনের মধ্যে চেয়ারম্যানকে লিখিত অনুমতিপত্র মারফত ক্ষমতা প্রদান করিতে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক হন, তবে তিনি কাঁচা ঘরের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং পাকা দেওয়াল বা দালানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানায় দন্ডিত হইবেন।

**৭৭। এই আইনের ১৮ ধারা লংঘনপূর্বক মাস্টারপ্ল্যানের জমি ব্যবহারের দন্ড।-** ১৮ ধারা লংঘন করত কোন ব্যক্তি মাস্টারপ্ল্যানের অন্তর্ভূক্ত কোন জমি ব্যবহার করিলে প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধানের ধারা অনুযায়ী তিনি অনধিক ১০ লক্ষ টাকার জরিমানায় দন্ডিত হইবেন।

**৭৮। বে-আইনি নির্মাণ অপসারণ।-** (১) আদালত কোন ব্যক্তিকে ৭৬ ধারা বা ৭৭ ধারায় অপরাধী সাব্যস্ত করিলে আদালত ঐ ব্যক্তিকে আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঐ সব বে-আইনি নির্মাণ অপসারণের আদেশ দিবেন।

(২) যদি ঐ ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ে বে-আইনি নির্মাণ অপসারণে অপারগ হন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষের পক্ষে তাহা অপসারণ করা আইনানুগ হইবে এবং ঐ অপসারণ কর্মকান্ডের জন্য ব্যয়িত অর্থ 'পাবলিক ডিমান্ড' হিসাবে ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

**৭৯। চিহ্ন অপসারণ করিলে বা ঠিকাদারকে বাধা প্রদান করিলে তজ্জন্য দন্ড।-** যদি কোন ব্যক্তি-

(ক) চেয়ারম্যান অত্র কর্তৃপক্ষের পক্ষে কোন ব্যক্তির সহিত কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হইলে এই আইনের বলে বা উহার অধীনে প্রণীত যে কোন বিধি মোতাবেক উক্ত চুক্তি সম্পাদন বা বাস্তবায়নকালে কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের সময়ে অথবা উক্ত চুক্তিগ্রহিতাকে যে কাজের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে বা ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে, তাহা নিষ্পন্ন করার সময়ে যদি কোন বাধার সৃষ্টি করেন বা চুক্তিগ্রহিতাকে উৎপীড়ন করেন, অথবা-

(খ) অত্র আইনের বলে বা উহার অধিনে প্রণিত যে কোন বিধির অনুবলে গৃহিত বা অনুমোদিত কোন প্রকল্পের কোন কার্য সম্পাদনার্থে প্রয়োজনীয় কোন নির্দেশক বা লেভেল স্থির করার জন্য স্থাপিত মার্কা অপসারণ করেন, তবে ঐ ব্যক্তিকে বাংলাদেশ দন্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা সর্বোচ্চ এক বৎসর মেয়াদের কারাদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত করিতে পারিবেন।

**৮০। ইমারত নির্মাণ, জলাধার খনন ও ভরাট পাহাড় বা টিলা কাটা, ইত্যাদি বিষয়ে বিধি-নিষেধ।-** (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন কার্যকর হইবার পর, কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকার মধ্যে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোন ইমারত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ, পুকুর বা জলাধার খনন, জলাধার হইতে বালি উত্তোলন বা পুনঃখনন কিংবা পাহাড় বা টিলা কাটা যাইবে না এবং অপরিকল্পিতভাবে পুকুর ভরাট করিতে পারিবে না।

(২) Building Construction Act, 1952 (Act No. II of 1953) এর বিধান অনুযায়ী কোন ইমারত বা অন্য কোন প্রকার স্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ বা জলাধার খননের জন্য প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে এবং ফিসহ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং এইরূপ আবেদন পাইবার পর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,

মহাপরিকল্পনার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে, ইমারত বা স্থাপনা নির্মাণ, পুকুর বা জলাধার খনন বা এতদসংক্রান্ত বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।
(৩) কর্তৃপক্ষের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যে সকল শর্তে উপ-ধারা (২) এর অধীন অনুমতি প্রদান করা হইয়াছিল উহা প্রতিপালন করা হয় নাই বা ভঙ্গ করা হইয়াছে বা ভঙ্গ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা হইল তিনি উক্ত অনুমতি বাতিল করিতে পরিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ইমারত বা স্থাপনার সাধারণ মেরামত কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(৪) কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ও বিশেষ পর্যটন অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩১ নং আইন) এর ধারা ৪ এর অধীন ঘোষিত পর্যটন সংরক্ষিত এলাকায় পর্যটনশিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত সমন্বয় সাধন করিয়া যে কোন ধরনের ইমারত বা স্থাপনা নির্মাণ বা জলাধার খননের জন্য অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন, পর্যটন এলাকায় মহা-পরিকল্পনা বা উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সহিত অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার মধ্যে কোন বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলে উহা ধারা ৯১ এর বিধান অনুসারে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(৬) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

**৮১। নির্মাণধীন ভবন, জলাধার খনন, পাহাড় কাটা, ইত্যাদি স্থগিতকরণ বা বন্ধ বা অপসারণ।-** (১) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে, প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্মাণাধীন কোন ইমারতের নির্মাণ কাজ স্থগিত বা খননাধীন কোনা জলাশয়ের খনন কাজ স্থগিত বা বন্ধ করিবার বা টিলা কাটার কাজ স্থগিত বা বন্ধ, বা কোন নির্মাণাধীন স্থাপনা অপসারণ করিবার জন্য উহার মালিককে নির্দেশ প্রদান করতে পারিবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
**৮২। অননুমোদিত ইমারতে বসবাসরতদের উচ্ছেদ।-** (১) ধারা ৭৪ এর অধীন নির্মাণাধীন কোন ইমারতের মালিকক নোটিশ প্রদান করা হইলে, উক্ত ইমারতের মালিক নন এমন কোন ব্যক্তি সেখানে বসবাস করিলে, তাহাকেও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত ইমারত ত্যাগ করিবার জন্য নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(২) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ প্রদানের পর, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, কোনো বসবাসকারী ইমারত ত্যাগ না করিল ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায়, উক্ত বসবাসকারীক উচ্ছেদ করিতে পারিবেন।
**৮৩। কতিপয় ইমারত ও জলাশয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্যতা**।- এই আইনের ধারা ৮১ ও ৮২ এর বিধানসমূহ সরকারি মালিকানাধীন ইমারত এবং জলাশয় এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।
**৮৪। নীচু ভূমি ভরাট, পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্থ, ইত্যাদি।-** (১) অন্য কোনো আইন বা আইনগত দলিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের আওতাধীন কোন এলাকার নিচু ভূমি ভরাট বা উঁচু করা বা অন্য কোনা উপায়ে যে কোন নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয়, পুকুর, ডোবা, কৃত্রিম জলাধার, ইত্যাদির পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের অধীন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, সংশোধন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই ধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।
(২) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
**৮৫। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অথবা পৌরসভা কর্তৃক ইমারত নির্মাণের অনুমতি প্রদান নিষিদ্ধ**।- (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন কার্যকর হইবার পর, কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকার মধ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমতি

ব্যতিত কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা পৌরসভা এই আইনের আওতাধীন বিষয়সমূহ যেমন, কোন ইমারত নির্মাণের নকশা অনুমোদন, জলাধার খনন বা পুনঃখননের অনুমতি বা অনুরূপ কোন বিষয়ে অনুমোদন বা অনুমতি প্রদান করিবে না।

(২) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন ইমারত নির্মাণ বা জলাধার খননের অনুমতি প্রদান করিলে তাহাকে উক্ত ইমারত বা জলাধারের নক্সাসহ তাহার স্বাক্ষরে উক্ত অনুমতি পত্রের একটি কপি ইমারত বা জলাধার যে এলাকায় অবস্থিত উক্ত এলাকার মেয়র বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) এই আইন কার্যকর হইবার পর, কর্তৃপক্ষ ব্যতিত অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর ব্যত্যয় ঘটাইয়া কোন নির্মাণ কাজ বা খননের অনুমতি প্রদান করা হইল উহা বে-আইনি ও ক্ষমতা বহির্ভূত হিসাবে গণ্য হইবে অথবা অনুরূপ অনুমতির মাধ্যমে কৃত কার্যক্রম অকার্যকর ও অননুমোদিত বলিয়া গণ্য হইবে।

**৮৬। কর্তৃপক্ষের কার্যসম্পাদনকালে নিরাপত্তা বেষ্টনী, ইত্যাদি অপসারণ নিষিদ্ধ।-** (১) আইনগত কর্তৃত্ব ব্যতীত, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, বা উহার নির্দেশনা অনুসারে, কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় কোন কার্য সম্পাদনের সময় স্থাপিত কোন নিরাপত্তা বেষ্টনী বা তীরবর্তী খুঁটি বা গ্রোথিত কোন বার বা চেইন বা পোস্ট বা অনুরূপ কোন কিছু অপসারণ বা কোন বাতি সরাইয়া লওয়া বা নিভাইয়া ফেলা যাইবে না।

(২) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

**৮৭। কর্তৃপক্ষের কার্য সম্পাদনে বাধা প্রদান বা চিহ্ন অপসারণ নিষিদ্ধ।- (১)** এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধি অনুসারে কর্তৃপক্ষের কার্যপরিধিভুক্ত বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ বা নির্দেশিত হইয়া কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বা কোম্পানী কর্তৃক দায়িত্ব পালনে বা কার্য সম্পাদনে বাধা প্রদান বা বিঘ্ন ঘটানো অথবা কোন কার্য সম্পাদনের জন্য আবশ্যক কোন লেবেল বা নির্দেশনার জন্য স্থাপিত কোন চিহ্ন অপসারণ করা যাইবে না।

(২) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

**৮৮। ক্ষতিপূরণ প্রদান না করা।-** এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিপরীতে ক্ষতিপূরণের দাবী উত্থাপন করা যাইবে না।

**৮৯।** দেওয়ানী **আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত।-** এই আইনের অধীন কৃত বা কৃত বলিয়া বিবেচিত কোন কার্য, গৃহীত কোন ব্যবস্থা, প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানি আদালতে কোন প্রশ্ন বা আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না।

## দশম অধ্যায়
## বিবিধ

**৯০। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার।-** এই আইনের অধীন কোন কার্য সম্পাদন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন-২০০৬ ও তৎপরবর্তি সংশোধনি এবং জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৫ ও তৎপরবর্তি সংশোধনির বিধান সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করিতে পারিবে।

**৯১। মতবিরোধ নিষ্পত্তি।-** (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষের আওতাধীন এলাকায় মহাপরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রকল্প বা অন্তর্বর্তীকালীন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অথবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত বা কোন কার্যক্রমের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সহিত অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে কর্তৃপক্ষ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে অনতিবিলম্বে উহা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমে আপোষ মিমাংসা না হইলে, কর্তৃপক্ষ উক্ত বিরোধের বিষয়টি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে এবং সরকার উক্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ বা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়, যেক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, এর সহিত পারস্পারিক আলোচনার মাধ্যমে উহা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন গৃহীত পদক্ষেপের মাধ্যমে আপোষ মিমাংসা না হইলে, সরকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৫(৬) এর অধীন প্রণীত Rules of Business, 1996 এ বর্ণিত বিধান অনুসারে উহা নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করিবে এবং উক্তরূপে গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

**৯২**। রহিত ও হেফাজত।- (১) **The Khulna Development Authority Ordinance, 1961,, Ordinance No. I I of 1961** এবং তৎপরবর্তী সংশোধনিসমূহ এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ স্বর্ত্বেও উক্ত Ordinance এর অধীন গঠিত Authority এই আইনের অধীন গঠিত কর্তৃপক্ষ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উক্ত Ordinance রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত Ordinance এর অধীন গঠিত Authority এর-

(ক) সকল সম্পদ, অধিকার ও স্বার্থ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা এবং সিকিউরিটিসহ সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, তহবিল, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, অন্য সকল দাবি ও অধিকার, সকল হিসাববহি রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র এবং অন্যান্য দলিলপত্র অত্র আইনের অধীন কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত ও উহার উপর ন্যস্ত হইবে।

(খ) অর্ডিন্যান্সের অধীনে গঠিত অথরিটির সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি, যথাক্রমে অত্র আইনের অধীন কর্তৃপক্ষের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) অডিন্যান্সের অধিনে গঠিত অথরিটির বিরুদ্ধে বা তৎ কর্তৃক দায়েরকৃত সকল মামলা বা সূচিত অন্যকোন আইনগত কার্যধারা অত্র আইনের অধিন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঘ) কোন চুক্তি, দলিল বা চাকুরির শর্তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন অর্ডিন্যান্সের অধীনে গঠিত অথরিটির সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী অত্র আইনের অধিন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন এবং এ আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে তাহারা যে শর্তাধীনে চাকুরিতে নিয়োজিত ছিলেন এই আইনের বিধান অনুযায়ী পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত সে একই শর্তে কর্তৃপক্ষের চাকুরিতে নিয়োজিত থাকিবেন।

(৪) উক্ত অর্ডিন্যান্স রহিত হওয়া সত্ত্বে ও উহার অধিনে প্রণিত কোন বিধি বা প্রবিধান, জারিকৃত কোন প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত কোন আদেশ, নির্দেশ, অনুমোদন, সুপারিশ, প্রণিত সকল পরিকল্পনা বা কার্যক্রম, প্রকল্প, স্কিম, অনুমোদিত বাজেট এবং কৃত সকল কার্যক্রম উক্তরূপ রহিতকরণের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ থাকিলে এবং এই আইনের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে এই আইনের অনুরূপ বিধানের অধীন, প্রণিত, জারিকৃত, প্রদত্ত, অনুমোদিত এবং কৃত বলিয়া গণ্য হইবে এবং মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অথবা এই আইনের অধীনে রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।